4th SEM. HISTORY HONOURS . PAPER -X

নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থা’ (Continental System)

মহাদেশীয় ব্যবস্থা : 1806 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়নের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। একমাত্র ইংল্যান্ড প্রবল পরাক্রমে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল । নীলনদের যুদ্ধ(1798) ও ট্রাফালগারের নৌ (1805) শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পর ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বুঝেছিলেন যে ‘সমুদ্রের রানি’ ইংল্যান্ডকে যুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডকে হাতে মারা’ সম্ভব নয় জেনে নেপোলিয়ন তাকে ভাতে মারা’র ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ তিনি ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ক্ষতি করার চেষ্টা করেন। নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করার জন্য যে অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি গ্রহণ করেন, তাকেই মহাদেশীয় ব্যবস্থা বা কন্টিনেন্টাল সিস্টেম (Continental System) বলা হয়।

মূলকথা : ইউরোপের কোনো বন্দরে ইংল্যান্ডের কোনো জাহাজ যেতে পারবে না এবং ইউরোপের কোনো দেশ ইংল্যান্ডের কোনো পণ্য আমদানি করতে পারবে না। এই নির্দেশ অমান্য করলে নেপোলিয়ন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে এই ব্যবস্থায় স্থির করা হয়।

নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য : নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল— i) ইংল্যান্ডের শিল্প ও বাণিজ্যকে ধ্বংস করা : নেপোলিয়ন বুঝেছিলেন, ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ক্ষমতার মূল উৎস ছিল শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য। ইংল্যান্ড তার বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করত ও ইংল্যান্ডের কারখানায় তৈরি সামগ্রী বিভিন্ন দেশে বিক্রি করত। নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করে শিল্প ও বাণিজ্য কে ধ্বংস করার জন্য মহাদেশীয় ব্যবস্থা ঘোষণা করেছিলেন।

ii) ফ্রান্সের অথনৈতিক সমৃদ্ধি: নেপলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল মহাদেশীয় ব্যবস্থার ফলে ইংল্যান্ড ইউরোপে তার বাজার হারালে ফ্রান্স তা দখল করবে। ফলে ফ্রান্স অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে। মহাদেশীয় ব্যবস্থার প্রয়োগ : মহাদেশীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য নেপোলিয়ন বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

1) বার্লিন ডিক্রি (Berlin Decree)জারি (ফ্রান্স) : মহাদেশীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর নেপোলিয়ন বালন ডিক্রি জারি করেন। এতে বলা হয় যে— ফ্রান্স বা তার মিত্রদেশ নিরপেক্ষ দেশের বন্দরে ইংল্যান্ড বা তার উপনিবেশগুলি থেকে আসা কোনো জাহাজকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ইংল্যান্ডের কোন জিনিসপত্র অন্য দেশের জাহাজ মারফত আনা হলেও তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

2) অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল (Orders-in-Council) (ইংল্যান্ড) : ইংল্যান্ডের মন্ত্রীসভা বার্লিন ডিক্রির প্রত্যুত্তরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পণ্যের অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল ঘোষণা করে (১৮০৭ খ্রি.)। ফ্রান্স ও তার মিত্রদেশের বন্দরে কোনো দেশের জাহাজ ঢুকতে পারবে না। এই নির্দেশ অমান্য করলে ইংল্যান্ড ওই জাহাজ ও মালপত্র বাজেয়াপ্ত করবে। যদি নিরপেক্ষ কোনো দেশের জাহাজকে নিতান্তই ফ্রান্সে যেতে হয় তবে তাকে ইংল্যান্ডের কোনো বন্দরে এসে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে লাইসেন্স নেওয়ার পর যেতে হবে।

3) মিলান ডিক্রি (Milan Decree) (ফ্রান্স) : ইংল্যান্ডের অর্ডারস-ইন-কাউন্সিলের প্রত্যুত্তরে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দেই নেপোলিয়ন মিলান ডিক্রি জারি করেন। এতে বলা হয়—

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার মানচিত্র কোনো জাহাজ অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল অনুসারে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে লাইসেন্স নিলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

4) ওয়ারশ ডিক্রি (warshaw Decree) ও ফন্টেনব্লু ডিক্রি (Fontainebleau Decree) (ফ্রান্স) : নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আরও দুটি ডিক্রি জারি করেন।

এতে বলা হয় যে, নির্দেশ অমান্য করলে বাজেয়াপ্ত করা দ্রব্যসামগ্রীতে

প্রকাশ্যে আগন লাগানো হবে। মহাদেশীয় ব্যবস্থা সফল করার জন্য নেপোলিয়ন প্রাশিয়া (১৮০৬),রাশিয়া(১৮০৭) ও অস্ট্রিয়ার (১৮০৯) সম্রাটকে বাধ্য করেন।

ওলন্দাজ বণিকরা এই ব্যবস্থা মানতে না চাইলে নেপোলিয়ন তাদের বিরদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠান।পোপ কোনো পক্ষে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকার কথা বললে নেপোলিয়ন পোপকে বন্দি করেন। এই ব্যবস্থা সফল করার জন্য নেপোলিয়ন পোর্তুগাল ও স্পেন দখল করেন। সুইডেন এই ব্যবস্থা না মানতে চাইলে মিত্ররাষ্ট্র রাশিয়া মিত্ররাষ্ট্র রাশিয়া (জার প্রথম আলেকজান্ডার) সুইডেন আক্রমণ করে তাকে এই ব্যবস্থা মানতে বাধ্য করে।

ইংল্যান্ডের অসুবিধাঃ মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়নি। অন্তত প্রথমদিকে এর ফলে ইংল্যান্ড যথেষ্ট বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। 1806 সালে ইংল্যান্ডের রপ্তানি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র 28 শতাংশ। অন্যদিকে রাশিয়া মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা মেনে নেওয়ায় বাল্টিক সাগরের সাথে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইংল্যান্ডের অবিক্রিত দ্রব্যসামগ্রীর পাহাড় জমে উঠেছিল। ফলে ইংল্যান্ডের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। ইংল্যান্ডের কর্মহীন শাসকেরা শুরু করেছিলেন সরকারবিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অর্ডার ইন কাউন্সিল এর ফলে আমেরিকার সঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্পর্ক অবনতি ঘটে এবং 1812 সালে ইংল্যান্ডের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বাঁধে । কিন্তু ইংল্যান্ড খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, তুরস্ক ও দেশের সঙ্গে ইংল্যান্ডের নতুন বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কিন্তু যে অস্ত্র নেপোলিয়ান ইংল্যান্ডের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন তা ইংল্যান্ডকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল ।তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল ফ্রান্সকে। প্রথমত মহাদেশীয় অবরোধ সফল করার জন্য ফ্রান্সের দরকার ছিল বিশাল নৌবহর। ইংল্যান্ড থেকে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করার জন্য ইউরোপের সমগ্র বন্দরের ওপর ফরাসি নৌবহরের কড়া নজরদারি আবশ্যিক ছিল ।কিন্তু এত বড় নৌবহর কখনো ফ্রান্সের ছিলনা।

দ্বিতীয়তঃ শিল্পে উন্নত ইংল্যান্ডের পণ্যগুলো মানে ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং বিশ্বজোড়া ছিল তা চাহিদা। শিল্পোন্নত ইংল্যান্ডের মতো ব্যাপক উৎপাদন ও পণ্যের গুণমান রক্ষা করা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব ছিল না । নেপোলিয়ান ইউরোপ বাসিকে ইংল্যান্ডের মত উন্নত পণ্য সরবরাহ করতে না পেরে কফির বদলে চিকোরি, আখের চিনির বদলে বিটের চিনি প্রভৃতি নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করতে থাকে। ফলে স্বদেশে -বিদেশে নেপোলিয়ানের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে।

তৃতীয়তঃ নেপোলিয়ন এর একটি সিদ্ধান্ত তাকে আরও বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়।1810-811 সালে ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে গমের অভাব দেখা দেয়। এসময় নেপোলিয়ান কঠোরভাবে আমদানি নিষিদ্ধ করে ইংল্যান্ডকে বিপাকে ফেলতে পারতেন । কিন্তু মার্কেনটাইল নেপোলিয়ান ফ্রান্সের গম ইংল্যান্ডকে রপ্তানির ব্যবস্থা করে দেন ।সম্ভবত দেশীয় বণিক গোষ্ঠীকে সন্তোষ করতে তিনি ইংল্যান্ডকে গম রপ্তানি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

চতুর্থত , ইংল্যান্ড থেকে পণ্য আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয় , উপলব্ধি করে। নেপোলিয়ান বিভিন্ন দেশকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য অর্থের বিনিময় লাইসেন্স দিতে শুরু করে। লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় ফরাসিদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং লাইসেন্স প্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ভেঙে পড়তে থাকে।

পঞ্চমত, ইউরোপের উপকূলে যাতে বৃটেনের চোরাই পণ্য ঢুকতে না পারে। তার জন্য তিনি উপকূলবর্তী বহু এলাকা পুনরায় দখল করেন। ফলে ইউরোপের কাছে তিনি নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী রূপে প্রতিভাত হয়।

ষষ্ঠত, 1807 সালে পর্তুগাল স্পেন মহাদেশীয় ব্যবস্থা কে সরাসরি অগ্রাহ্য করে । ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে পর্তুগাল, স্পেন কে দমন করার জন্য নেপোলিয়ন দীর্ঘ ক্লান্তিকর পেনিনসুলার যুদ্ধ জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধে পরাজয় তার অপরাজেয় ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করে রাশিয়া মহাদেশীয় প্রথা অগ্রাহ্য করলে নেপোলিয়ন অভিযান করে। এই এই অভিযানে গ্র্যান্ড আর্মি ধ্বংস হয় ও মহাদেশীয় প্রথা মানতে অস্বীকার করলে নেপোলিয়ান

পোপকে বন্দী করে। ফলে সমগ্র ক্যাথলিক জগত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, মহাদেশীয় ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করেনি। কারণ এই ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে ইংল্যান্ডের চেয়েও শক্তিশালী নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা ফ্রান্সের ছিল না। তাছাড়া নিজের একগুঁয়ে ও হটকারী সিদ্ধান্তের দ্বারা ইউরোপের বিরুদ্ধে আত্মধ্বংসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন । তাই ঐতিহাসিক লজ বলেছেন, একজন কূটনীতিক হিসেবে নেপোলিয়ন এর ব্যর্থতার বড় প্রমাণ ছিল 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা'।